Leagal system in india -(Content)

SL NO	TOPIC	SLIDE NO
1	INTRODUCTION	1-5
2	JURISDUCTION/POWER OF SUPREM COURT	6-12
3	QUALIFICATION OF SUPREM COURT'S JUGE	13
4	RECRUITMENT PROCESS	14-15
5	IMPEACHMENT	16
6	JUDICIAL REVEW	17-20
7	JUDICIAL ACTIVITISM	21-24
8	CIVIL COURT SYSTEM	25-31
9	CRIMINAL COURT SYSTEM	32-36
10	JUVENILE COURT	37-38
11	MAHILA ADALAT	39-42
12	LOK ADALAT	43-48

An outline of indian leagal system :

ভারতবর্ষের সংবিধানে আইন ব্যবস্থা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিচার বিভাগের ওপর।

- এই বিচার বিভাগ হল পিরামিডের মতো যার শীর্ষে রয়েছে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট Art 124
- সুপ্রিম কোর্ট কে ভারতবর্ষের সংবিধানের রক্ষাকর্তা এবং ব্যাখ্যা কর্তা বলা হয় এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা ও বলা হয়।
- সংবিধানের 124 ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট কে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

- বর্তমানে 1 জন প্রধান বিচারপতি এবং 33 জন অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়েছে।
- সুপ্রিম কোর্ট টি ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থিত রয়েছে।
- সুপ্রিম কোর্ট 1 October 1937 সালে গঠিত হয়।
- . বর্তমান প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় চন্দ্র

System of courts:

- ভারতবর্ষের যেকোনো ধরনের বিবাদের মীমাংসা করে থাকে সুপ্রিম কোর্ট।
- State to state
- Public to state
- Public to public
- Public to company

- মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা।

- আর তাই সংবিধানের 50 ধারা অনুযায়ী আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখা হয়েছে ।

System of courts : Pyramid Structure of indian judicial system:-

Jurisdiction/ power :Jurisdiction কথাটি এসেছে দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে। ‘ Jurish’ এবং’ Dicta’ যার অর্থ হলো – I speak by the law.(আইনের অধীনে কথা বলা)

- Original jurisdiction- Art 131 মূল এলাকাগত ক্ষমতা :-কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ, কেন্দ্র সরকার এবং একবা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্যান্য এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ,দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ।

- Appellate jurisdiction- Art 132 আপিল এলাকা গত ক্ষমতা: –সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল, দেওয়ানী আপিল, ফৌজদারি আপিল, বিশেষ অনুমতি সূত্রে আপিল।

- Advisory jurisdiction-পরামর্শদান গত এলাকা-Art 143 রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে আইন সংক্রান্ত কোনো সার্বজনীন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তবে তিনি এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিতে পারেন।

- Writs jurisdiction-লেখ জারি করার ক্ষমতা:–সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঁচ ধরনের লেখচ জারি করে থাকে Art 32– এগুলি হল:-

- Habeas corpus বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ:–Habeas corpus – Have the body present অর্থাৎশরীরে হাজির করা

- সুপ্রিম কোর্ট কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই লেখ জারি করতে পারে (art-32)
- তবে হাইকোর্ট রাষ্ট্র ও ব্যাক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে এই লেখক জারি করতে পারে (art 226)

- ফৌজদারি শাস্তি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির জন্য এই লেখক যারে করা যায় না
- আদালতের ক্ষমতার বাইরে গ্রেপ্তার করা হলে এই লেখক জারি হয় না

Mandamusপরমাদেশ

- Mandamus এটি একটি ল্যাটিন শব্দ ।
- এর অর্থ হলো We order অর্থাৎ আমরা আদেশ দিচ্ছি ।
-
- আদালত এই ধরনের লেখ জারির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ।
- সাধারনের দায়িত্ব যুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার আইনানুগ কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে ।
- তবে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই লিখো জারি করা যায় না ।

Prohibition প্রতিষেধ

- Prohibition এর অর্থ হল নিষেধ করা To forbid ।
- সুপ্রিম কোর্ট নিম্নতম আদালতকে তার সীমার মধ্যে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে ।
- তাছাড়া স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বিরোধী কাজ যাতে না করে তার জন্য এই লেখো জারি করা যায় ।
- প্রতিষেধ একমাত্র আদালতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় ।

Quo warranto অধিকার পৃচ্ছা

- Quo warranto এর অর্থ হল কোন অধিকারে ।
- বেআইনি ভাবে কোন ব্যাক্তি কোন পদের অধিকারী হয়ে থাকলে এই writs জারি করা যায় ।
- কেবলমাত্র সরকারি পদের ক্ষেত্রে অধিকার পৃচ্ছা জারি করা যায় ।

Certiorary (উৎপ্রেষণ)

- Certiorary এর অর্থ হল বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া ।
- নিম্নতম আদালত নিজ এখতিয়ার এর বাইরে গেলে এই writs জারি করা যায় ।
-
- এই লেখ জারি সাহায্যে সে মামলা ঊর্ধ্বতন আদালতে স্থানান্তরিত করা যায় ।
- পুরো প্রতিষ্ঠানের উপর ও এই লেখ জারি করা যায় ।

- কেবলমাত্র বন্দি প্রত্যক্ষী করণ ছাড়া সকল লেখক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আবেদন করতে হয় ।

- তবে সৈন্যবাহিনী রক্ষার দায়িত্ব আছে এমন ব্যক্তিরা এই অধিকার পায় না ।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের যোগ্যতা

- প্রথমত ভারতীয় নাগরিক হতে হবে ।
- দ্বিতীয়ত হাইকোর্টের পাঁচ বছর বিচারপতি থাকার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
- তৃতীয়ত ১০ বছর কোন হাইকোর্ট বা একবার একাধিক হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে থাকা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
- রাষ্ট্রপতির মতে তাকে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে ।

নিয়োগ পদ্ধতি124 art

- প্রথমত রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন ।
- দ্বিতীয়ত নিয়োগে পূর্বে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা রাজ্য হাই কোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারেন ।
- তৃতীয়ত প্রধান বিচারপতি ছাড়া ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য ।

- তবে পরামর্শ মানতে হবে এমন কোথাও সংবিধানে বলা নেই ।
- বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রথা ভারতবর্ষের দেখা যায় সেটি হলো বিচারপতিদের মধ্যে একজন মুসলিম সম্প্রদায় থেকে থাকবে ।
- এবং আরেকটি হল প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল অফ সিনিয়ারিটি মেনে চলা হয় ।
- বেতন ভাতা পার্লামেন্ট ঠিক করে থাকে ।
- সাধারণত ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজে পদে একজন বিচারপতি বহাল থাকতে পারে ।
- আবার তিনি পদচ্যুত হতে পারে এবং স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ও করতে পারে ।

বিচারপতিদের পদচ্যুতি(IMPEACHMENT)

- সুপ্রিম কোর্টের কোন ব বিচারপতি কে অপসারণ করতে হলে এক বিশেষ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় ।
- সংবিধানের 124(4) এটি উল্লেখ রয়েছে।
- অসদ আচরণ বা প্রমাণিত অসমর্থের অভিযোগের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতি কে করাতে পারেন ।
- পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের একটি অপসারণ প্রস্তাব সমর্থিত হতে হবে ।
- এবং রাষ্ট্রপতির কাছে পেশকরতে রাষ্ট্রপতি এতে স্বাক্ষর করলে তবে সেটি গ্রহণ হয়েছে বলে ধরা হবে ।
- আজ পর্যন্ত কোন বিচারপতি এই পদ্ধতি দ্বারা অপসারিত হয়নি

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা JUDICIAL REWIEW

- আদালত এই ক্ষমতা বলে আইনের সাংবিধানিকতা এবং বৈধতা বিচার করে ।
- কোন আইন সরকারের নির্দেশ সন্ধি বা চুক্তি সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা আদালত তা বিচার করে দেখে ।
- আদালতের বিচারে কোন আইন বা আদেশ নির্দেশ সংবিধান সম্মত না হলে তা অশংবিধানিকতার দায়ে বাতিল হয়ে যায়।
- সংবিধান হলো দেশের মৌলিক আইন এই মৌলিক আইনবিরোধী যে কোন আইন বা সরকারি সিদ্ধান্তকে আদালত অসাংবিধানিক বলে বাতিল করতে পারে ।13(2

- এই ক্ষমতা বলে আদালত ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন ১৯৫১, ব্যাংক জাতীয়করণ আইন ১৯৬৯ , ভাতা বিলুপ সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির আদেশ বাতিল করে দেয় ।

-
- তবে ভারতের বিচার বিভাগকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা এক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা এক্ষেত্রে ব্যাপক ।

- মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট আইনের পদ্ধতিগত যথার্থতা PROCEDURE ESTABLISHED BY LAW বিচার ক্ষমতা রয়েছে(also india)

DUE PROCESS OF LAW আইনের ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে পারে ।USA can reject.

Indian suprem court have no this power.

Only chake procedure establish by law

- যেকোনো একটি অভাবের কারণে বিচার্য আইন টিকে বাতিল করতে পারে ।
- মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সঠিক পদ্ধতি মেনে আইনটি হয়েছে কিনা তাও বিচার করে দেখে ।
- এবং আইনটি ন্যায়সঙ্গত না হলে সংবিধানের যে পদ্ধতি রয়েছে সেই ধারাকে সংশোধন করতে পারে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ।
- মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট ঠিক করেন যে সংবিধানের যে আইনটি সংশোধন হবে সেটি কেমন হবে ।

- তবে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শুধু দেখে যে আইনটি যথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সঠিক পদ্ধতি অনুসারে রচিত হয়েছে কিনা ।
- আইনটি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট দেখে।
- সংবিধানের থাকা আইনের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না ।
- বিবাদ যুক্ত আইনটি বাতিল করতে পারে না ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট ।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা(JUDICIAL ACTIVISM)

- ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় আদালতের পরিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ।
- ৫০ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়েছে ।
-
- তবে বর্তমানে আদালত তার নির্দিষ্ট পরিধিকে অতিক্রম করে কিছু কাজ করে থাকে আদালতের এই সমস্ত কাজকর্ম কখনো শাসন বিভাগের আবার কখনো আইন বিভাগ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ।

- আদালতের এই এখতিয়ার কে অতিক্রম করে কাজ করাকে বলা হয় বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা।

- বিভাগীয় সক্রিয়তা দেশের সংবিধান আইন কানুন ,গণতন্ত্র, এবং সর্বোপরি মানব সমাজকে রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদির জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে ।

- আদালত কখনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশ জারি করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তদারকি ও করে থাকেন ।
- এক্ষেত্রে আদালত বিভিন্ন এজেন্সি যেমন CBI,ED ইত্যাদি সহায়তা নিয়ে থাকে।

- দুর্নীতিমুক্ত করা ,মহামারী নিবারণ ,পরিবেশ দূষণ প্রতিহত জঞ্জাল, ময়লা নিষ্কাশন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অভিযোগ আদালত গ্রহণ করে থাকে ।

কাজের শ্রেণীবিভাগ

- সরকারকে নির্দেশ দান এক্ষেত্রে আদালত শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের বিভিন্ন আইনকে বাতিল করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে পারে ।

- জনকল্যাণমূলক নির্দেশ ১৯৮৭ সালে উড়িষ্যার কালা হান্ডিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সেখানকার DM এর ভূমিকা জানার জন্য আদালত নির্দেশ দেয় ।
- সামাজিক কল্যাণমূলক নির্দেশ এক্ষেত্রে ১৯৮৫ সালের শাহ বানু মামলা রায় গুরুত্বপূর্ণ যেখানে পিরনকারী মুসলিম স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং মুসলিম মহিলাদের ভরণ পোষণের অধিকার কে স্বীকৃতি দিয়েছে ।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার কারণ:-

- প্রথমত নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা ।
-
- দ্বিতীয়ত সুস্থ সমাজ জীবনকে আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ সংরক্ষণে ব্যর্থ হলে তার ব্যবস্থা করা ।

- দুর্বল সরকার:- এক্ষেত্রে যদি জোট সরকার থাকে এবং সে যদি জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে বিচার বিভাগীয় দক্ষতার ভূমিকা দেখা যায় ।
- পার্লামেন্টে জোট:- এই জোট যদি পার্লামেন্টে থাকে তাহলে সরকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয় ।
- শক্তিশালী ক্ষমতা ক্ষমতাসীন:- দল যদি দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকে এবং আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগকে অপব্যবহার করে থাকে তাহলে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা এসে যায় ।
-
- কলকাতার গার্ডেনরিচের বহু তল বাড়ি ভাঙার একটি উদাহরণ এবং সেক্ষেত্রে রাজ্য হাইকোর্টের রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ
- এছাড়া এখানে কিছু ছবি সংযোগ করতে হবে ।

Civil court system:-পৌড় বিচার (বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা, গ্রাহক সমস্যা।

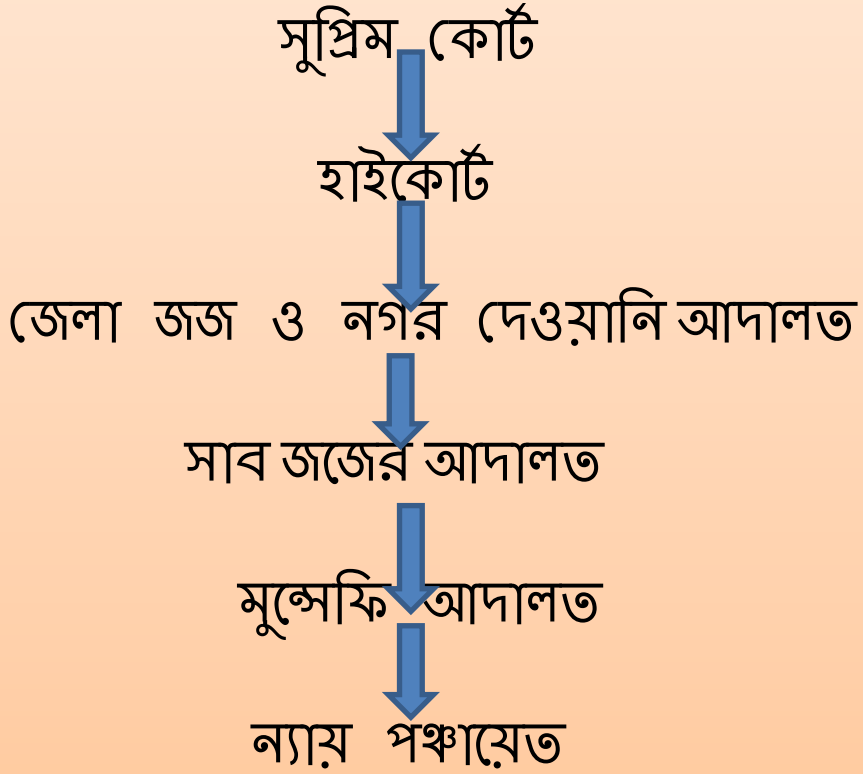

Some picture of civil case

Domestic violence

Property dispute

Consumer dispute reddresal commision

সুপ্রিম কোর্ট:-

- সুপ্রিম কোর্ট হল ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আপিল আদালত তাই আপিলের মাধ্যমে সমস্ত দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রিম কোর্টে থাকে। এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় হল চূড়ান্ত ।

হাইকোর্ট:-

হাইকোর্ট আপিল এর মাধ্যমে বা সরাসরি দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলার বিচার করে থাকে। হাইকোর্ট হল কোন একটি রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত।

জেলা জজ:-

জেলার সর্বোচ্চ আদালত হল জেলা জজ আদালত এবং বড় বড় শহরের জন্য নগর দেওয়ানী আদালত থাকে এর মূল এলাকা এবং আপিল এলাকা উভয় ক্ষমতা রয়েছে।

সাব জজ আদালত:-

সাব জজ আদালত এর মূল এবং আপিল উভয় ক্ষমতা রয়েছে ।দেওয়ানের মামলার দাবি খুব কম অঙ্গের হলে সাব জজ আদালতে তার মীমাংসা হয়ে থাকে ।

মুন্সেফি আদালত:-

মহকুমা স্থলে বা জেলা স্থলে মুন্সেফি আদালত দেখা যায় ।সাধারণত এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মামলা গুলি বা সম্পত্তির সংক্রান্ত মামলাগুলি এখানে বিচার হয়।

• ন্যায় দাআদালত:-

- দেওয়ানী মামলার সর্বনিম্ন আদালত হলো ন্যায় পঞ্চায়েত বা ন্যায় আদালত ।
- এক বা একাধিক গ্রামের জন্য ন্যায় আদালত দাগঠিত হতে পারে ।
- সামান্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি বা টাকা পয়সার দাবী দাওয়া সংক্রান্ত মামলার মীমাংসা এখানে হয়ে থাকে ।
- সাধারণত মানুষের কাছে ন্যায়বিচারকে সহজলভ্য করায় এই ধরনের আদালতের উদ্দেশ্য ।
- ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন অনুসারে রাজ্যের যেকোনো গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করতে পারে ।
- এই আদালত ৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত হয়।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যরা বিচারকদের নির্বাচিত করে থাকে ।
- বিচারকদের পঞ্চায়েত সংস্থার সদস্য বা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হওয়া যাবে না ।
- বিচারপতিরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি মনোনীত করেন ।
- সাধারণত এর মামলার রায় এর বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না তবে রায় ত্রুটিপূর্ণ হলে দেওয়ানি মামলার আদালতের ক্ষেত্রে মুন্সেফি আদালতে আপিল করা যায়।
- এবং ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে জেলা আদালতে আপিল করা যায় ।

ন্যায় আদালত

Civil court-এক্তিয়ার–:

- বিষয় সম্পর্কিত এক্তিয়ার–:–এই মামলা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কোন মামলাকে টেনে নিয়ে আসা যায় না।

- ভৌগলিক এক্তিয়ার:–এটি তার নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার মামলা নিষ্পত্তি করতে পারে।
- অবিচ্ছন্ন এক্তিয়ার:–অর্থ সম্পর্কিত বিষয়।

- আপিলের এক্তিয়ার:–নিম্ন আদালতে সমাধান হয়ে গেছে এমন মামলার নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করা যায়।

Crimianal court system

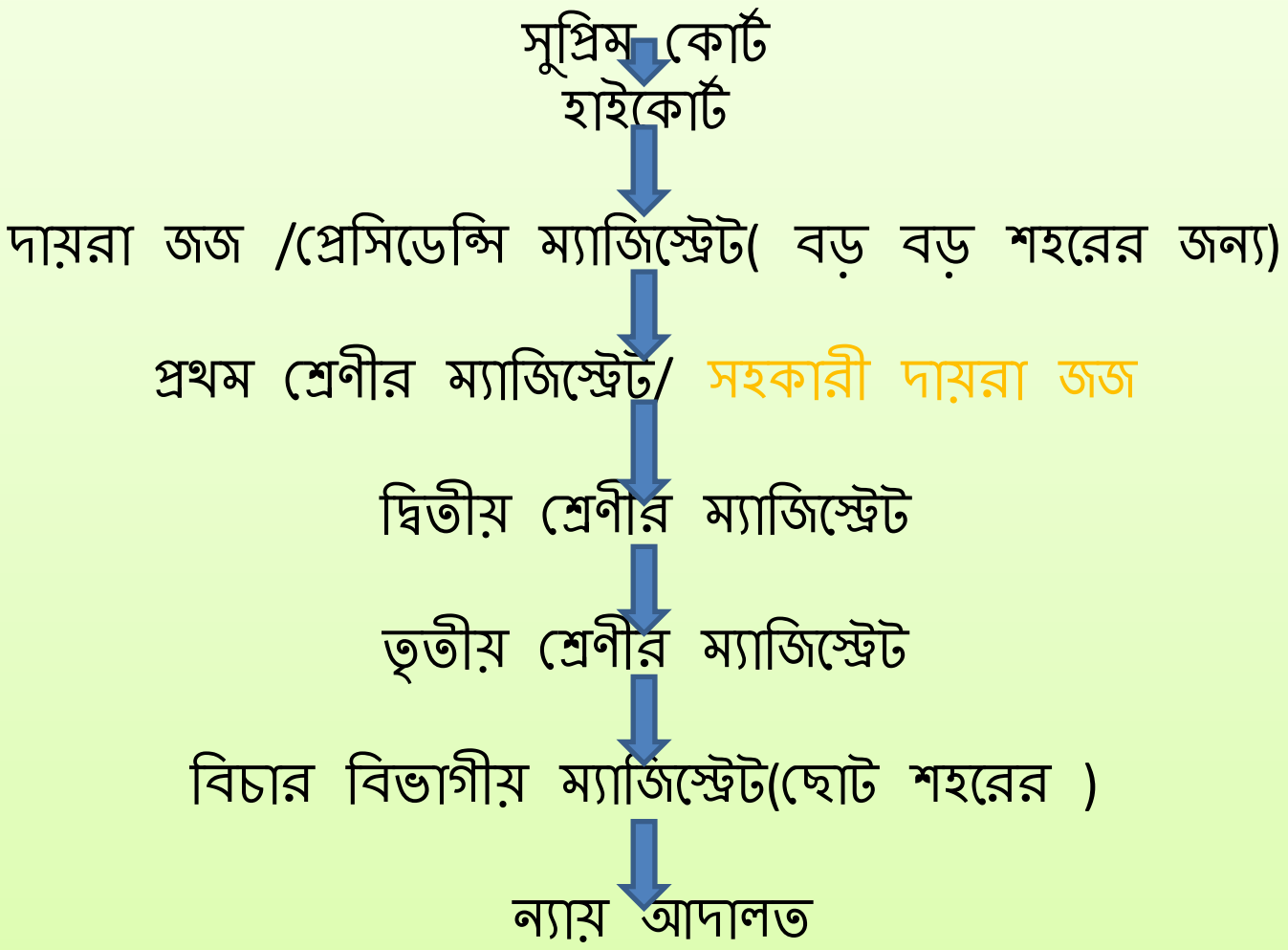

Criminal case

THIEF

সুপ্রিম কোর্ট:-

- 1973 সালের আইন অনুযায়ী ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট হল ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত । আপিলের মাধ্যমে এখানে যে কোন ফৌজদারি মামলার বিচার হয়ে থাকে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় হলো চূড়ান্ত ।art 124

হাইকোর্ট:-

- হাইকোর্ট হল একটি রাজ্যের সর্বোচ্চ আপিল আদালত এখানে রাজ্যের সমস্ত ফৌজদারি মামলার বিচার হয়ে থাকে ।art 141

দায়রা জজ/ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট

- দায়রা জজ হলো জেলার সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। তাকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জজ থাকতে পারে।
- আবার শ্রেণী অনুযায়ী প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থাকতে পারে।

- আবার বড় বড় শহরের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট থাকে যেগুলি ফৌজদারি বিচার সংক্রান্ত মামলার সমাধান করে ।

বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট:-

- শহরাঞ্চলে নির্দিষ্ট শ্রেণীর ফৌজদারি মামলার বিচার করে
- প্রত্যেক জেলায় একজন করে প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট থাকে(ছোট শহরের ক্ষেত্রে)তার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।
- সাধারণত ছোট শহরের ক্ষেত্রে একটি হয়ে থাকে

• ন্যায় আদালত:-

- ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন আদালত হল ন্যায় পঞ্চায়েত বা ন্যায় আদালত যার মাধ্যমে ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার হয়ে থাকে ।

Juvenile court শিশু আদালত

- 18 বছরের নিম্নে কোন শিশু যদি অপরাধ করে তবে তার বিচার এই শিশু আদালতে হয়ে থাকে।
- ভারতীয় সংবিধানের 15(3) ভারত সরকারকে এই বিষয়ে আইন বানানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
- এই আইন অনুযায়ী কোন বাচ্চাকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না।
- এছাড়া সারা জীবন জেল অথবা সাত বছর সাজা দেওয়া যাবে না।
- তার জন্য মোটামুটি প্রত্যেক জেলাতেই জুভেনাইল কোড গঠন করা হয়েছে।
- এদের জেল ও ভিন্ন হয়ে থাকে যাকে রি হেভিটেশন সেন্টার বা পুনর্বাসন বলে থাকে।
- তবে 2015 আইনে বলা হয়েছে ১৬ বছরের কোন বাচ্চা যদি জঘন্যতর অপরাধ করে থাকে তবে তার বিচার প্রাপ্তবয়স্ক আসামির মত হবে।
- 2012 Dec যুক্ত একজনের বয়স ছিল ১৬ বছর আর তাই তাকে তিন বছর জেনে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া বাচ্চা দত্তক নেওয়া মামলা এখানে হয়ে থাকে।

Juvenile court
alamy
Image ID: 2DB44WF
www.alamy.com

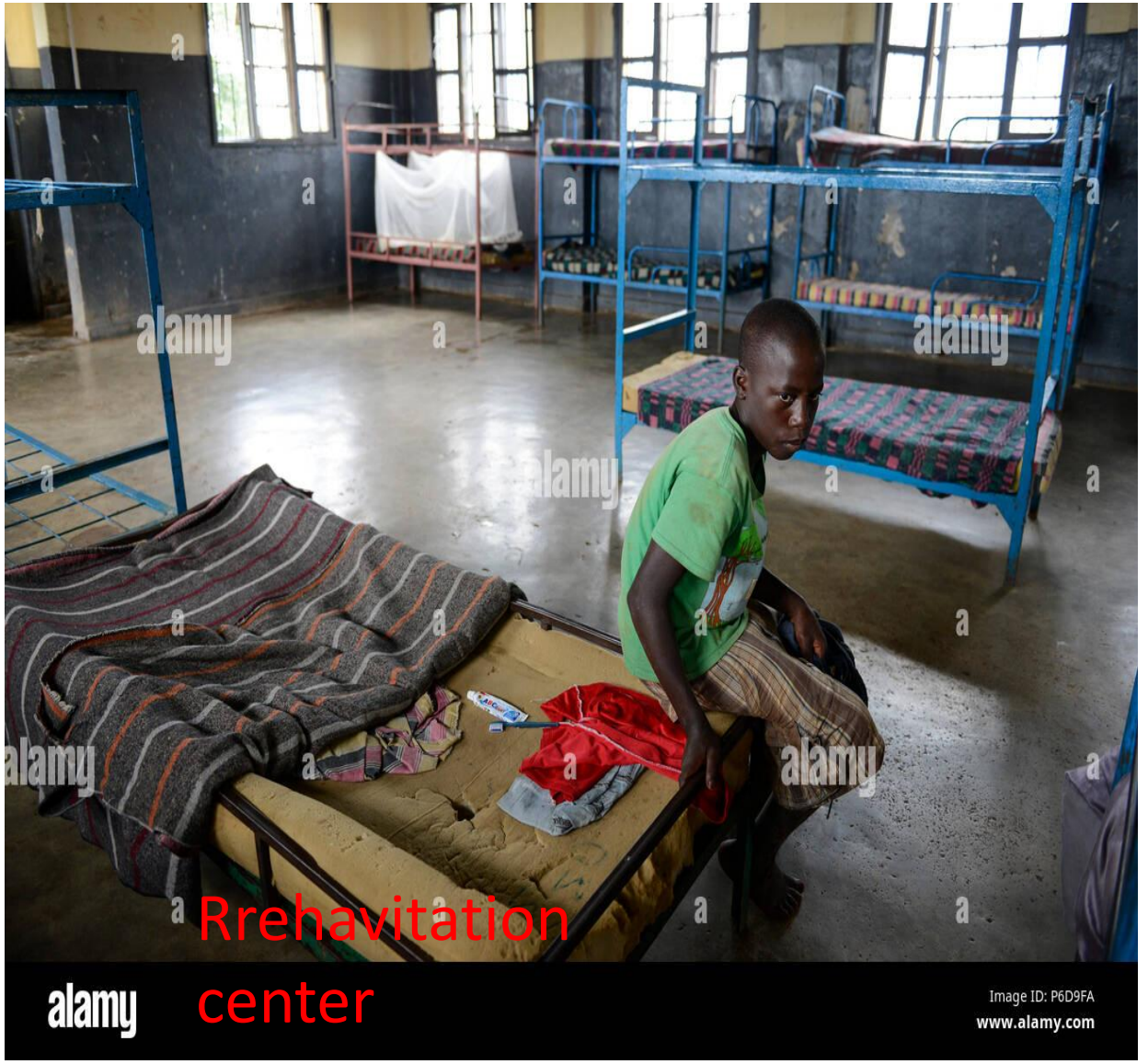
Rrehavitation
center
alamy
Image ID: P6D9FA
www.alamy.com

মহিলা আদালত

- মহিলা আদালত হলো একটি বিশেষ আদালত
- এই আদালত কোন অপরাধের শিকার নারীদের বিচার প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা আদালত গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলাতে 24 Jan 2013.
- মহিলাদের সঙ্গে জড়িত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কাজ করে।
- যে মহিলাদের ছোট বাচ্চা রয়েছে নাও থাকতে পারে তাদের আশ্রয় এবং আর্থিক সহায়তার জন্য এই কোর্টে আবেদন করতে পারে।

MAHILA ADALAD

গঠন

- মহিলা আদালত গুলি অভিজ্ঞ মহিলা বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
- এই আদালতে কর্মরত কর্মীরাও মহিলা হয়ে থাকে।
- এই মহিলা আদালতগুলির নেতৃত্বে অতিরিক্ত চিফ মেট্রো পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সহ সহকারি দায়রা জর্জ কত মর্যাদার এক মহিলা বিচারক থাকে।

মহিলা আদালতের কার্যাবলী

- Cr 125ধারার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের অনুদান সম্পর্কিত মামলা।
- অপমানমূলক মামলা বা কটুক্তি যেগুলি IPC 354 এবং 509 ধারার অধীনে পড়ে।
- মহিলা অপহরণ এবং শারীরিক নির্যাতন Art 376.
- স্বামী বা শশুর বাড়ির লোকেদের দ্বারা অত্যাচারিত। (গার্হস্থ হিংসা) Art 498A.
- এই জাতীয় মামলার ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল আচরণ করা হয়।
- এই কোর্টে বিচারের সময় মহিলারা তাদের সমস্যার কথা স্বাভাবিকভাবে বলতে পারে।
- সর্বোপরি মহিলাদের দ্রুত ন্যায় প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা আদালত কাজ করে।

লোক আদালত

- বিচারপতি পি এন ভগবত লোক আদালত গঠনের সুপারিশ করেন।
- সুপারিশ করেন যে এই আদালত দাম্পত্য জীবনের বিরোধ বিষয় সম্পত্তির বিরোধ এবং পথ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিরোধী মীমাংসা করবে।
- ১৯৮২ সালে গুজরাটের জুনগর জেলার কোনায় এই আদালতে ক্যাম্প প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।
- সাধারণত বিচারাধীন করে থাকা মামলাগুলি বিচার লোক আদালতে হয়ে থাকে।

LOK ADALAT

- লোক আদালত গঠনের উদ্দেশ্য হলো সহজ উপায়ে এবং খুব দ্রুত বিরোধের মীমাংসা করা
- এছাড়া এই মামলা নিথরচায় হয়ে থাকে
- সাধারণত দরিদ্র ব্যক্তিরা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায় পাবে
- জেলা জজ লোক আদালত গঠন করেন
- লোক আদালতে বিচারপতি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতি নিয়ে তারিখ ও স্থান নির্ণয় করে আবার

- দুই পক্ষ আইন আদালত থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে লোক আদালতে মামলা নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে পারে ।
- অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাজসেবী এবং শিক্ষাবিদের নিয়ে লোক আদালত গঠিত হয় ।
- লোক আদালত মামলার উভয় পক্ষের সঙ্গে সুহৃদ পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করে ।
- এখানে বিবাদ এর সমঝোতা এবং মীমাংসা হয়ে থাকে ।

- এই বিচারে উকিল থাকতে পারে তবে উকিল জেরা করবে না উকিল উভয় পক্ষকে বিবাদ মীমাংসার জন্য অনুপ্রানিত করে থাকে

লোক আদালতের কার্য প্রক্রিয়া

- আদালত তারিখ এবং সময় ঠিক করে দেয়:-
- উভয়পক্ষকে বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলা হয় :-
- সত্য কথা বলতে বলা হয় :-
- সমস্যা দেখা দিলে তার মীমাংসা করা হয়:-
- একটি সম্মতিপত্র উভয় পক্ষকে দিয়ে স্বাক্ষর করা হয় :-
- ডিক্রি জারি করতে পারে :-
- সবশেষে কিছু কোট ফি দিতে হয়:-

- * ২০০২ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে স্থায়ী লোক আদালত গঠনের কথা বলা হয়। PLA-PERMANENT LOK ADALAT
- আপস মীমাংসার যোগ্য নয় এবং বিবাদের বিষয়বস্তুর আর্থিক মূল্য ১০ লক্ষেরও বেশি হলে সেই মামলার বিচারের ক্ষমতা লোক আদালতের নেই লোক।
- আদালতের সিদ্ধান্ত হলো চূড়ান্ত এই আদালতের সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষের মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক।
- আদালতের ফলে বিচার বিভাগের কাজের বোঝা কমে থাকে।

THANK YOU